যায়যায়দিন

তারিখ ... 17 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ কলাম ... ৭ ...

রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নাম বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

যাযাদি রিপোর্ট

মন্ত্রিপরিষদের সাপ্তাহিক বৈঠকে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৯-এর কিছু সংশোধন শেষে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগ্রহে নারী জাগরণের অগ্রদূত মহীয়সী বেগম রোকেয়ার নামে এর নামকরণ করা হয়েছে 'বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়'। আগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সংশোধনীর ফলে এর চ্যান্সেলর হবেন রাষ্ট্রপতি।

সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে গতকাল অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার ওই নিয়মিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৈঠক সকাল ১১টা থেকে বিকাল পৌনে ৫টা পর্যন্ত চলে।

বৈঠক শেষে তথ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য সচিব আবুল পৃ ১৫ ›› ক ৪

রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নাম

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কালাম আজাদ এ কথা জানান। তিনি বলেন, বৈঠকে মোট পাঁচটি আলোচ্য বিষয় ছিল। এর মধ্যে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস আইন ২০০৯ চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ট্রেডমার্ক আইন ২০০৯-এর কিছু সংশোধনী শেষে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী (দ্রুত বিচার) অপরাধ (সংশোধন) আইন ২০০৯ আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী বৈঠকে উত্থাপনের জন্য ফেরত পাঠানো হয়েছে এবং বাংলাদেশ পর্যটন আইন ২০০৯-এর নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

তথ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ আরো জানান, বৈঠকে ১০টি সম্পূরক এজেন্ডার মধ্যে পাঁচটি আলোচনা শেষে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) আইন ২০০৯ প্রণয়ন, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০৯ প্রণয়ন, ২০০৬-০৭ ও ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেট এবং ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত চারটি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণতকরণ, স্বতন্ত্র নির্বাচন কমিশন সচিবালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন ২০০৯ প্রণয়ন এবং ভোটার তালিকা আইন ২০০৯ প্রণয়ন।

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য সচিব জানান, বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাতিল হওয়া জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই কোটির উপরে ভুয়া ভোটার ছিল। ভবিষ্যতে যাতে দেশে সরকারি অর্থ ব্যয়ে কোনো ভুয়া ভোটের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে না পারে, সে জন্য এ বিষয়টির তদন্ত হওয়া জরুরি এবং এ অবৈধ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনা উচিত।